হৃদয় দিয়ে আগুন

মোশাররফ হোসেন খান

হৃদয় দিয়ে আগুন

মোশাররফ হোসেন খান

আল-আকাবা প্রকাশনী

www.pathagar.com

হৃদয় দিয়ে আগুন
মোশাররফ হোসেন খান

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৯৩
এপ্রিল ১৯৮৬

সর্বস্বত্ব
মোশাররফ হোসেন খান

যার কাছে ঋণী—
সাজ্জাদ হোসাইন খান
মতিউর রহমান মল্লিক

প্রকাশক
আবুল হোসেন
আল-আকাবা প্রকাশনী
৪৯৪, বড় মগবাজার ঢাকা

ছবি
এম, আনোয়ার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আহমদ মতিউর রহমান

প্রচ্ছদ শিল্পী
গোলাম মোহাম্মদ

মূল্য: ত্রিশ টাকা

মুদ্রাকর
আল আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৪৯৪ বড় মগবাজার
ঢাকা

পরিবেশক
জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ঢাকা

www.pathagar.com

যে কখনো গ্রহণ করেনি তাকে

www.pathagar.com

১ পূর্বলেখ
২ মা'কে
৪ রোদন
৫ কল্যাণব্রত
৬ জীবনের ভাস্কর্য
৭ প্রস্তুতি
৮ শিখিনি প্রেমের পাঠ
৯ প্রবাস থেকে লিখছি
১১. সংকেত
১২ টুকরো কবিতা
১৩ বিশেষ দ্রষ্টব্য
১৪ বাঁধন
১৫ যুদ্ধ বিরোধী কবিতা
১৬ নারাজ
১৭ সারাংশ
১৮ বেরহম বাতাস
১৯ কম্পাস
২০ অবেলায়
২১ কেউ জানেনা
২২ ভেঙে গ্যাছে
২৩ এখন বলোনা প্রিয়তমা
২৪ কহিয়ো নদীরে তুমি

www.pathagar.com

২৫ কোন দিকে যাবো আর
২৬ ক্ষুধার্ত কুমির
২৭ বিক্ষুব্ধ বৈশাখ
৩০ বিশ্বাসের জরিণ জায়নামাজ
৩১ লাশ
৩২ আশ্চয্য এক স্বপ্নের মতন
৩৩ ঝড়
৩৪ এই রাত দীর্ঘ রাত
৩৫ নিমক
৩৬ চোখ
৩৭ এইতো আমি
৪০ সংঘাত
৪১ চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর
৪২ ইদানিং আমি
৪৩ নির্বাসন চাই
৪৩ অনাগত
৪৫ যুদ্ধে গেলাম
৪৬ ভাঙ্গন
৪৭ স্বপ্নের রেশমী পালকে
৪৮ নিজ গৃহে পরবাসী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বলেখ

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন রমণী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক
যদি কোন শিকারী কৃষকের গান ভুলে
যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে তাক করে বসে
পাপিষ্ঠ বুক
তবে আমার কি দোষ ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন শিশু
খেলনা পিস্তল ছুঁয়ে শপথ নিয়ে বসে
যদি কোন যুবক ভুলে যায় যুদ্ধের নেশায়
পত্নীর গালে চুমা দিতে
তবে আমার কি দোষ ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন কিশোর
কঠিন অঙ্গীকারে ছেড়ে যায় মায়ের কোল
যদি কোন বৃদ্ধ তুলে নেয় হ্যামিলনের বাঁশী
কিংবা কোন অগ্নিপুরুষ যদি জ্বালিয়ে দেয়
জালিমের ঘর-দোর
তবে আমার কি দোষ ?

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন পিশাচ
সম্ভাব্য দাঙ্গা থেকে মুক্তি পেতে পান করে বসে
'হেমলকের পেয়ালা,'
তবে আমার কি দোষ ?

আমার কবিতার গোলক থেকে যদি
ছিটকে পড়ে কোন আগুনের শব্দপিণ্ড
আর তাতে যদি ভস্মিভূত হয়ে যায়
তাবৎ পৃথিবী,
তবে আমার কি দোষ, কি দোষ ?

www.pathagar.com

মা'কে

প্রতিদিন আমার মাকে দেখি সাঁঝের দীর্ঘ প্রার্থনায়
সাগর আড়ষ্ঠ হয়ে নেমে আসে তাঁর জ্যোতির্ময়ী কাজল চোখে
ঝিলিক দেয় মসৃণ চিবুকে সজল রঙধনু।
জমাট পাথর ভেদ করে
বৃক্ষের ডালপালা কাঁপিয়ে
মায়ের আরাধ্য করুণ স্বর কচিবাবনের বুকে প্রবাহিত হাওয়ায়
আরো করুণ হয়ে
আরো শীতল হয়ে স্পর্শ করে আমার স্বপ্নভাসা বুক।

মায়ের আরজি গুলো দুলে দুলে নীলের সাথে
উঠে যায় আরো নীলে, উর্ধে, নিঃসীম আকাশে—
'প্রভু, আমার ছেলেকে সঁপে দিলাম হিরন্ময়ী তোরণের খোঁজে
সোঁদা গন্ধ মাটি আর মানুষের মাঝে।

রাতের গভীরতা এলে
আঁধারের প্রগাঢ়তা এলে
রাতের নিস্তব্ধতা নিঃশেষ করেন আমার মা
তারপর খলিয়ে অজুশেষে
প্রত্যয়ী তসবীর আঁকা জায়নামাজে
বসেযান নূরানী তছবী হাতে-ধ্যানমগ্ন এক তাপসী।
জ্বলজ্বলে আলোক শিখায় মায়ের ধবধবে সফেদ শাড়ীকাবৃত
দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়
ছোট্ট ঘরটিতে নেমে এসেছে যেন ধবল জোস্নাস্নাত
স্বর্গীয় গেলেমান

সারা ঘরটি মুখরিত করে ছেলের কল্যাণ কামনায়
দীর্ঘ মোনাজাতের সমাপ্তি ঘটান আমার মা।

দারুণ উৎকণ্ঠায় মায়ের সচকিত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম নয়
যেন দীঘির স্বচ্ছ জলের সাথে সূর্য্য কিরণের ঝিলিক দেয়া
গভীর সখ্যতার এক চমকানো আর্দ্র জৌলুস কণা

www.pathagar.com

কোন এক বেহেশতী আবাবিল সে আর্দ্র জৌলুসে
ফুলের সুবাস মিশিয়ে
প্রকৃতির শোভা মিশিয়ে
সবুজের স্নিগ্ধতায় আরো স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় আমার বুকে।

মায়ের আশীষ-কামনায় বেড়ে যায় আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, চঞ্চলতা
শ্বাস প্রশ্বাসের সুরে সুরে তখনো—
তখনো হিন্দোলিত হয় আমার রক্ত কণিকায় প্রার্থনার দিগন্ত
মায়ের ভেজা ভেজা আরুদ্ধ কণ্ঠস্বর
সোনালী হরফের মুখে চুম্বনের গভীরতা এঁকে আমার মা,
সেই ধ্যানমগ্ন তাপসী বলছেন যেন—
'প্রভু, আমার ছেলেকে সঁপে দিলাম হিরন্ময়ী তোরণের খোঁজে
সোঁদা গন্ধ মাটি ও মানুষের মাঝে।'

www.pathagar.com

রোদন

সূর্য্যের কপোল বেয়ে নেমে আসে ঘাম
বিমর্ষ রাত্রিতে নামে নীরব রোদন
মানুষ জানে না কি সে খবর সংবেদন !
আসেকি তালিকাতে তাদের নাম ?

বহতা স্রোত থেকে লাফিয়ে বেরোয় নদীর লোহু
ভারী হতে আরো ভারী হয় অস্থির বাতাস
তারকার হাত ধরে কেঁদে ওঠে নীলিম আকাশ,
এভাবেই জেগে ওঠে রোদনের উৎস বহু !

সময় সংকুল বটে—তীক্ষ্ণ বিষধর ;
রোদন বিহার শেষেও তাই মেলেনা তট
জাগেনা সুস্থির পাটাতন, প্রেমের ঘর।

www.pathagar.com

কল্যাণ ব্রত

অই হাত যেখানেই যাক কল্যাণেই ব্রত !
ঠোঁটের কলেমায় ঝরুক সদা শুভ্রতার মহিমা
ঢলে পড়ে দিনান্তের সূর্য যে হাতের ইঙ্গিতে
আমারও নসিব হোক সে হাতেরই সুষমা !

যে যায় যাকনা মাতাল হাওয়ায় নরক মুলুকে !
বিধাতার প্রেম সেতো শাশ্বত দ্যুতিময়
সর্বকালে সর্বযুগে ভূলোক দ্যুলোকে !

স্বপ্নের পিদিম জেবলে বসে আছি জীবনের
ঢের সময় চাতকের মত,
আল্লার কালাম ঠোঁটে হে নারী এস, অন্তত
আমাদের জীবন হোক্ কল্যাণেই ব্রত !

www.pathagar.com

জীবনের ভাস্কর্য

জীবনের রোদেলা অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি
তোমার মতো বেদনার স্নানাগারে
কাটাতে হয় রাত, তবুযেন ভালোছিলো
'ভ্রান্তমুখির'।
তবু যেন ভালো ছিলো বেবাক রোদনের চেয়ে
মেড়ে যাওয়া কিছু কিছু তরঙ্গ
কিছু কিছু কাঁটা কিছু কিছু চূড়ান্ত।

কৃত্রিম নিকানো উঠোনের চেয়ে
সেই ভালো ছিলো—
আকাশের চোখ ভরা কাজলা মেঘ
মেঘের অস্তিত্ব ঘিরে বিন্দু জল
তৃষ্ণাহীন খড়ম পায়ে হেঁটে চলা
অনন্ত পথ।

সেই ভালো ছিলো—
সেই বরং ভালো ছিলো,
ছুঁড়ে ফেলে শান্তির ফ্যাকাশে রঙ
আবরুহীণ আলোর মাঝে খুঁজতে যাওয়া
জীবনের ভাস্কর্য
মোহনীয় মানে!

www.pathagar.com

প্রস্তুতি

নারীর কাছে চাইনে কিছু
শুধুই বলিঃ
যোদ্ধা দাও।
বধির খুনী–ঝন্ঝা বটে
তবু বলি ঃ
ধ্বংস দাও।
গড়তে হলে ভাংতে হবে
বেশ রকমে
পাচ্ছি টের,
যুদ্ধ করে মরাই ভালো
এমন বাঁচার
চাইতে ঢের।

www.pathagar.com

শিখিনি প্রেমের পাঠ

জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন
শিখিনি প্রেমের পাঠ নমিত ছবক
আগুনের উনোনে বসে নিয়েছি তবক
হৃদয়ে করেছি রোদ-রুদ্রতা লালন।

খুঁজিনি হিজল তমাল মেঘালো রাতে
খুঁজিনাই আকাশের বুকে মাধুরীও চাঁদ
ঝড়ের শরীরে পেয়েছি বরং ভাঙনের স্বাদ।

এ জীবন চিরে দেখ—ধু ধু মাঠ, উত্তপ্ত বালি
জমাট বেদনারা এতটুকু ঠাঁই রাখেনি খালি।

জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন
শিখিনি প্রেমের পাঠ নমিত ছবক
হৃদয়ে করেছি রোদ-রুদ্রতা লালন।

www.pathagar.com

প্রবাস থেকে লিখছি

স্বদেশা আমার সুমনা,
প্রবাস থেকে লিখছি, কেমন আছো ? আর সকলে ?
ঘরের 'পশ্চিম' বেড়াটি ছিলো উদোম, ঠিক করেছো কি ?
শুনছি পড়শীরা এখন বেজায় বদরোখা
ক্ষুধিত বাঘের মতো ঢুকে পড়তে পারে তোমার ঘরে
বপন করতে পারে অশুচির বীজ উদরে তোমার
সাবধান থেকো
হেফাজতে রেখো নিজস্ব সম্পদ।

তোমার বোরখাটিতো পুরনো মার্কেটের
শাড়ীখানা ছেঁড়া খোঁড়া
আক্রার বাজারে ব্লাউজ জোটেনি কখনো
এক চিলতে মলিন কাপড়েই হোকনা তোমার
আবরু ঢাকা, অগত্যা এখন
হচ্ছেতো ?
নাকি, দুরন্ত চৈতালী হাওয়া ভীড় করে অহরহ ?
সাবধান থেকো উত্তর পশ্চিম, গোলার্ধের বর্গী হতে
সুযোগ পেলেই ভেঙ্গে দিতে পারে তোমার
সতীত্বের পাড়।

স্মরণ আছেকি
সেদিনের কথা ?
জানোতো, কত কষ্টে ছিনিয়ে এনেছিলাম তোমাকে
পশুদের হাত থেকে !
যদিও ঝাঝরা হয়েছিলো আমার বুক
তবু ছুঁতে দেইনি তোমার আঁচল।

মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু সেদিন
আনন্দ পেয়েছিলাম ভীষণ
কেননা, তোমার গর্ভে ছিলো তখন অংকুরোদগত শিশু যোদ্ধা
আমার স্থলাভিষিক্ত
জানিনে, সে শিশু আজো দেখেছে কিনা রক্তিম সূর্য।

www.pathagar.com

আমার বিশ্বাস—
ভূমিষ্ট হয়েই সূর্যের দিকে তাকালে সে শিশু
খুঁজে পাবে অমলিন রক্তছাপ এবং জানের দুশমন
আর তখন, ঠিক তখনই বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠবে সে
বদলা নিতে খুনঝরা দিনের।

এখনো যদি নাইবা জন্মে
তাহলে আপাততঃ থাকতে হবে তোমাকে ভীষণ সজাগ।

বুঝতেই পারছি,
কয়েকশত বর্গের ভেতর ঢুকে গেছে স্বার্থের হাত
কৌশলে ছিনিয়ে নিতে চায় তোমাকে
সাবধান !
তা যেন না পারে, এমনকি গন্ধও যেন না পায়
তোমার কেশের।
এভাবে চলতে থাকো সতর্ক সাবধানে
আর প্রার্থনা করতে থাকো প্রভুর কাছে—
'প্রভু-আমার গর্ভে জন্ম নেয় যেন সিংহ শাবক,
বারুদের গন্ধে পুষ্ট অগ্নি শিশু'।

ভয়কি স্বদেশা,
আজ না হলেও কাল কিংবা দু'দিন পর
ভূমিষ্ট হবেই হবে জালিমের দুশমন
যে তোমার সতীত্ব এবং সব ঘরদরজা
পাক-পবিত্র রাখার জন্যেই হবে যথেষ্ট।

www.pathagar.com

সংকেত

চোখে চোখ রাখো
দেখো
কী রকম জ্বলে ওঠে দীপ্ত তেজে, লেলিহান
আরো কাছে এসো
বুকে বুক রাখো
দেখো
কি রকম শব্দ হয়
কী ভাবে ঝড় তোলে অগ্নিষ্টের অভিশাপ
এখানে এসো মুখে মুখ রাখো
শোনো
কীভাবে গর্জে ওঠে দ্রোহী শব্দ
মানবতার শত্রুরা দ্রব হন্ লবণের মতো
দেখোনা চেয়ে
কী ভাবে ছিটিয়ে যায় ধ্বংসাত্মক ধোঁয়া
দ্রুতযান রকেটের মতো
আমাদের সাহসী ছেলেরাও।

www.pathagar.com

টুকরো কবিতা

এক :

শূন্য থাকে সবকিছু
ক্রমান্বয়ে ভরে ওঠে পরশ পলিতে
শ্রমের কঠোরতায়
জ্বলে ওঠে সোনালী সুরুজ আঁধার গলিতে।

দুই :

নদীকে বলে দাও
ততোদিন যেন জোয়ার না আসে
যতোদিন মানুষ দেখতে না পায়
মুক্তির পতাকা ঊর্ধে, নীলিম আকাশে।

www.pathagar.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

জলের প্রপাত বুকের ভেতর
বুকের ভেতর
অগ্নি শিখা
সেই শিখাতে সব রোবটের
লেখাই হবে
ধ্বংস লেখা।

www.pathagar.com

বাঁধন

'বাঁধা আছি ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়েনা কেউ
পেষণের লাটাই হাতে মৌজকরে অন্ধ-বধির
কে আছো সাহসী যুবা ক্ষীপ্ত-অধীর !
মুক্তির উল্লাসে তুলে নাও ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ
'বাঁধা আছি-ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়েনা কেউ।

চারিদিকে দুশমন শুধু ফেউ আর ফেউ
রক্তনেশায় ঝরে যাদের টকটকে জিহবার রস
কে আছো সাহসী যুবা আনতে পার ধ্বস
কিংবা সমুদ্রের প্লাবণ ডেকে
মুক্তির উল্লাসে ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ,
'বাঁধা আছি ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়েনা কেউ।

'গুলের বিতান' থেকে 'সূর্যরশ্মি' এখনো কতদূরে ?
'আধারের চাবুক সহেনা আর শোকাহত বুকে
কে আছো সাহসী যুবা দাঁড়াতে পার রুখে !
কে পার ছুঁড়ে দিতে ইসরাফিলের সুর
ছুটে এস, ছুটে এস সেই যুবা
তুলে নাও মুক্তির উল্লাসে ভাঙ্গনের প্রমত্ত ঢেউ,
'বাঁধা আছি ছেড়ে দাও'—ঘাতকেরা ছাড়েনা কেউ।

www.pathagar.com

শোষণের যাঁতাকল যদি বন্ধ হয়ে যায়
আর একবারও যদি না দেখি ঝড়ের আস্‌ফালন
যদি না শুনি তুফানের গর্জন
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ?
যুদ্ধ মানেইতো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল !

ঘোলাটে চোখ যদি ফর্সা হয়ে যায়
দেখা যায় যদি মেঘশূন্য নীলিম আকাশ
ভাঁদুরে জোছনা, ফাগুনে হাওয়া
বেদনার কীট যদি না কাটে আর জীবন প্রাচীর
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ?
যুদ্ধ মানেইতো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল !

যদি না শুনি আর রাতের কান্না, হাহাকার ধ্বনি
এই চোখে যদি আর না ভাসে আঁধার কালো
এমনিতেই যদি এসে যায় পরশ ছোঁয়া সুখের জীবন
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ?
যুদ্ধ মানেইতো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল !

www.pathagar.com

নারাজ

কবিতার বিষয় নয় নগ্নিকা নারী
বালিকার যৌবন দেখেছি পবিত্র
মুখ তার নিটোল আঙুর, সরস পানি
অই মুখে কালি দিতে নারাজ আমি।

কবিরাতো আর কিছু নয়, মানুষেরই অঙ্গ
হিসেবের মুখোমুখি তারাও এক
কবিরো হিসেব হবে জানি এবং মানি
(অতএব) দোযখের খাদ্য হতে নারাজ আমি।

কবিরা কাতর যতো ভ্রষ্টাও তেমন
অভিশাপের দীপ শিখায় জ্বলে অবিরত
যন্ত্রনার দাহে তাই ছোঁড়ে 'শব্দ' গোঙানী
দোহাই,
দোহাই তোমার, অমন দ্বন্দ্ব হতে নারাজ আমি।

www.pathagar.com

সারাংশ

মাটির বুকে যত ফসল তার চেয়েও দ্বিগুণ আছে
হৃদয় কোণের সুখ
পাথর ঘষে আগুন জ্বেলে নাইবা পেলো অন্ধ মানুষ
বকুল ফুলের মুখ।

www.pathagar.com

বেরহম বাতাস

বেরহম বাতাসে ওড়ে শতাব্দীর বেদনার ধুলি
মরমে বিঁধে যায় মানুষের রোদন হাহাকার
বুকের ছাতিতে পাথর-পশরা, হায় তবু নির্বিকার ?
ঘিলু ছাড়া পড়ে আছে স্তূপিত মাথার খুলি
এমন বিভৎসতায় যে কোন শুদ্ধাচার
ভুলে যায় প্রেমের পাঠ, শিল্পময় রঙিন লুতুি
যে ভাবে আমিও ভুলি।

দুঃখ গুলো গেয়ে যায় নেচে নেচে ছন্দের তালে
পায়ের নিক্কনে কেটে যায় বেদনার ক্ষত
দস্যু মাতালের বাগানো চাবুকের মত
কখনো বা আছড়ে পড়ে পিঠের অসম ছালে
এভাবেই চলে সভ্যতা বহুরী পাল তুলে,
হায় !
দয়ালু মানুষেরা তবু সংযম দীক্ষায়
হাড়িডসার হৃদয়ের দরজা বেবাক দিয়েছে খুলে !

মুক্তির স্বপ্নভংগে কাটে যাদের অভিশপ্ত জীবন
সূর্যের আলোতে যেন হারাম হয় ঘৃণিত সেই মুখ,
যেমন হারাম হয়েছে দেখা বেগানা যুবতীর বুক।

www.pathagar.com

কম্পাস

তাকাতে পারিনা আর নয়ন মেলে
থই থই চারিদিক ধূসর ঢেউ
ভেঙ্গে ভেঙ্গে চুর হয় হৃদয় দুকূল।

ইদানিং মানব চোখে অবিশ্বাস্য-ক্রুর
হিংস্র নখর যেন শাসানো বিষ
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আসে আর যায় মরণ-চড়ুই।

জীবনের কড়িকাঠে মিশ্রিত এ কোন্ বিষাদ ঘুণ্
ঝুর ঝুর ঝরন্ত ঘুণে ডুবন্ত আয়ুষগলুই!

সন্দেহাতীত পৃথিবীর অশুচি ডেরা ডোবায়
বেঁচে থাকায় তৃপ্তি নেই, মৃত্যুতে শোক নেই
শুধু কেবল অস্থির অবিশ্বাসে
চেয়ে চেয়ে খাবি খাওয়া বিভৎস কম্পাসে।

www.pathagar.com

অবেলায়

এই অবেলায় বিষণ্ণতায় বসে আছি একলা আমি
হাঁটছে মানুষ ঘাড় ডিঙিয়ে, উড়ছে পাখি ভাসছে মেঘ
চন্দ্রসূর্য তারাও চলে আপনমৌন কক্ষ পথে
ক্লান্ত পথিক আমি কেবল বসে আছি দৃষ্টা-চোখে
সময় গড়ায়
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি ;
একটি শিশু কখন এসে বলবে আমায় ঃ
'এই এসেছি হাতের কাছে অনিয়মের ভাঙ্গতে পাহাড়
এইতো আমি আদিম যুগের তীরন্দাজের অগ্নিশিশু।'

এই অবেলায় ঠাঁই এখানে বসে আছি একলা আমি
সময় গড়ায়
কষ্ট বাড়ে
তবু আমি বসে আছি ভাঙ্গা-গড়ার স্বপ্ন এঁকে
দৃষ্টা চোখে
এই অবেলায় বিষণ্ণতায়।

www.pathagar.com

কেউ জানেনা

নিজেই মরি বুকের ব্যথায়, নিজেই মরি তিলে তিলে
কেউ জানেনা অসময়ে কেন আমার এমন হলো
কেউ জানেনা কেন আমার সাত সকালে
সন্ধ্যা এলো.
সন্ধ্যা
তবু আমি হাঁটছি ভেঙ্গে তুষার নদী
কেউ বলেনা ক্লান্ত পথিক এই এখানে একটু বসো
হাঁটছি একা তেপান্তরে
মনের চরে
ধু-ধু বালি
চাঁদের মুখও বারুদ ছোঁয়া

ফুল বিহনে শুষ্ক ভূমি
বুকের ব্যথায় নিজেই মরি
তবু হাঁটি তবু চলি
কেউ জানেনা কেমন করে
ভাঙ্গছি সিঁড়ি ক্রমান্বয়ে হাঁটছি ভেঙ্গে তুষার নদী।

www.pathagar.com

ভেঙেগ্যাছে

ভেঙেগ্যাছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে
ভেঙেগ্যাছে হলুদ স্বপন নীলিমার ছাঁদ
ফেটে গ্যাছে ধবল দুধেল শরতের চাঁদ
নিয়োনা ফুলের সুবাস অমল কেশে
ভুলে যাও বন্ধ্যা দেশের মায়াবী স্বাদ
ভেঙেগ্যাছে হলুদ স্বপন নীলিমার ছাঁদ।

কেঁদোনা দোহাই তোমার, ভালোবাসা বলে
বালোবাসা বেঁচে নেই
মৃত বসন্তের সাথে সেও গিয়েছে চলে।

চেয়োনা সুধার সরল বাসনার রাত
পাবেনা কোথাও তারে চোখের তারায়
চেয়েছে সুধার সরল এখানে যারাই
তারাই দেখেছে ফের ঘোর জুলমাত।

দোহাই, দোহাই তোমার
নিয়োনা ফুলের সুবাস অমল কেশে
ভেঙেগ্যাছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে।

www.pathagar.com

এখন বলোনা প্রিয়তমা

এখন বলোনা প্রিয়তমা, প্রেমের কথা
চারদিকে জ্বলছে দেখ আমাদের ঘর
পুড়ে পুড়ে তামা হল সোনার মাটি
আগুন কুণ্ডলী নেভাতে দাও হে
কিংবা জ্বালাতে দাও
পোড়াতে দাও
হন্তারকের ঘর মাটি তাবৎ গেরস্থালী
এমন দুঃসময়ে ভুলে যাও সরল কোমলতা
এখন বলোনা প্রিয়তমা প্রেমের কথা।

সময় এসেছে চিনে নাও শোষকের মুখ
সময় এসেছে কেড়ে নাও ঘাতকের সুখ।
এমন দুঃসময়ে ভুলে যাও সরল কেমলতা
এখন বলোনা প্রিয়তমা, প্রেমের কথা।

www.pathagar.com

কহিয়ো নদীরে তুমি

কহিয়ো নদীরে তুমি প্রেম নাহি পাবে;
সোনালী সুরুজ আজ ওঠে নাই ভোরে
এখনো ব্যথার পাখি উঠোনেই ঘোরে
কহিয়ো তাহারে তুমি হাতে নাহি পাবে।

চকিতে হবেনা দ্যাখা জনমের তীরে ;
আঁধারের পেখমে নেই সেদিনের প্রীতি
মুছে যাক তাপরেখা শতেক স্মৃতি।
হবেনাকো আসা আর এইখানে ফিরে
চকিতে হবেনা দ্যাখা জনমের তীরে।

কহিয়ো তাহারে তুমি হাতে নাহি পাবে;
আসেনি ভোরের উষা তপোবন সুখে
ফিরেগ্যাছে গানের পাখি দহন দুখে
কহিয়ো নদীরে তুমি প্রেম নাহি পাবে।

www.pathagar.com

কোন দিকে যাবো আর

তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!
মরুভূমির উত্তপ্ত বালু বেয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি তোমাকে
তোমাকে খুঁজেছি সাত সমুদ্রের অথৈ তলদেশে
মাড়িয়ে হিম শীতল বরফ
দাঁড়িয়ে সুউচ্চ পর্বত চূড়ায়—

নৈঋত ঈশান থেকেও ফিরে এলো ব্যর্থ দুটি চোখ
তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!

'খাইবার-গিরিপথে' পাহারায় ছিল যারা তারাও এসেছে ফিরে
গ্রহে গ্রহে খুঁজে খুঁজে হয়রান বার্তাবাহক বাতাসেরা
নরোম ঘাসের মুখে ক্লান্তির ঘাম জমে জমে
আহা বিবর্ণ হয়েছে কেমন দেখ, ভাল করে
চেয়ে দেখো যেখানেই থাকোনা কেন
তোমার মুখের খোঁজে কোন্ দিকে যাবো আর বলো!

দিতে কি পারোনা তুলে প্রেমিকের বুকে এক মুঠো সুখ!

www.pathagar.com

ক্ষুধার্ত কুমির

আমার হৃদয় সমুদ্রে একটি ক্ষুধার কুমির
হিশ্ হিশ্ শব্দ অনবরত ছুটছে শিকারের পিছনে
শিকারের হাড়িড মাংস কলজে
খুবলে খাবার জন্যে আমার ক্ষুধার কুমির
ছুটছে আমরণ—
সাত সমুদ্র তের নদী এবং সাত মহাদেশ।

আমার মাথার খুলিতে একটি গলিত লাভার বসবাস
একটি আগ্নেয়গিরির অমৃত চিবুকে চুমো দেয়
আমার দু'ঠোঁট
গভীর তৃষ্ণায় তুলে নেয় আমার দু'হাত
ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র
পা দুটো কুচকাওয়াজ করে ভাঙ্গার নেশায়
দু'চোখে ঝরে কেবল শ্রাবন্তীর মতো
ভস্মের বারুদ
প্রতিটি নিঃশ্বাসেই নির্গত হয়
যুদ্ধ !! যুদ্ধ !! যুদ্ধ !!!

আমার অস্তিত্বের সত্ত্বাধিকারী ক্ষুধার কুমির
ভয়ংকর যুদ্ধনেশার এক ক্ষীপ্ত জীব
সে যুদ্ধ চায়, মাংস চায়, কলজে এবং
বিশাল এক রক্ত সাগর
বদলা নিতে চায়—
হাজার শতাব্দীর রক্ত পিপাসু, শব ভক্ষণকারী
তাবৎ পাপিষ্ঠ সীমারের।

www.pathagar.com

বিক্ষুব্ধ বৈশাখ

একটা বুকে কতটুকু আগুন থাকতে পারে—
আমার জানা ছিলনা
কতটুকু উত্তপ্ত ছিল একটা জীবন—
জানা ছিলনা
কতটুকু ঝড়ে নুয়ে পড়ে গাছ-পালা, শস্যক্ষেত—
জানা ছিলনা
কতটা ভূ'কাঁপের প্রয়োজন অপাংক্তেয়
পৃথিবীটা নাড়াতে
কছম।
জানা ছিল না।

গেল ঋতুতে নিষ্প্রাণ আকাশ ছিল দাঁড়িয়ে
তারার চোখ থেকে খ'সে প'ড়েনি ফুলকী আগুন
জোছনার মুখে ছিল না হলাহল
বাতাস ছিল না এতটুকু শীতল
গাছে গাছে পাখি ছিল না
বনে বনে ফুল ছিল না
সমতল আকাশের মেঘ ছিল গুম্
সে-গুরুগর্জনে নেমে এলো আজ সিংহ শাবক বৈশাখ।

জীবনের বৃক্ষ হ'তে পাতা ঝরলে
কতটুকু জীবনী থাকে—আমার জানা ছিল না
বিজলীর দেহ উলঙ্গ হ'লে
চোখে তার পানি আসে কিনা—জানা ছিল না
পাথরের গায়ে পানি পশে কিনা—জানা ছিলনা
সে সবই বোঝাতে এলো এক চঞ্চল দুরন্ত বৈশাখ।

আমি বুঝতাম না—
একজন মানুষ—একজন যোদ্ধা
একটা জীবন—একটা যুদ্ধ
একটা পৃথিবী-একটা রণক্ষেত্র

www.pathagar.com

এবং শান্ত ঋতুতে আসেনা যুদ্ধের নিপুণতা:
আমাকে বোঝাতে এলো তাই, ক্রুদ্ধ
উন্মত্ত এক বৈশাখ।

এক মুঠো বারুদ ঘষলে কতটুকু আগুন ফুঁসে ওঠে,
কতটা জ্বালাতে পারে অজৈব পাপ
জানা ছিল না
স্রোতের কতটা বেগ হলে ধ্বসে পড়ে
অনাচারের ভীত—জানা ছিলনা
কয়টা রাক্ষস হজম করে লক্ষ মানুষের খুন—
জানা ছিল না
শুধু দেখেছি আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে
যান্ত্রিক মানুষ,
পায়ের নীচে ঘাস, কেঁচো, উঁই' বেঙের ছাতা এবং
অসংখ্য মাংসাষী বৃক্ষ।
আমি কোনদিন মরুভূমি দেখিনি
মরুদ্যান, পাহাড়, উট ভেড়া এবং মেষের পাল
আমি দেখিনি তেপান্তরের ঝলসানো বাবলা,
সারি সারি আঙুরের বাগ
আমি দেখিনি—গাধার পিঠে সওয়ারী বেদুঈন,
যাযাবর, তাবু, খোরমামুখে জীবন্ত সৈনিক
এবং পাথর খোদাই শহীদের কবর,
সে সবই দেখাতে এলো আজ
হেরার বৈশাখ।

নিখুঁত আয়নায় স্বচ্ছ আকাশ দেখলাম,
পৃথিবী, মাটি এবং মানুষ,
নিজকে দেখলাম—দানব হস্তা
'বোধের' দেহে পেলাম উষ্ণ রক্ত, বলিষ্ঠবাহু
এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম
বিজয়ের ইচ্ছেরা আছে—লোমকূপ এবং শিরায়
আমি এখন আর শান্ত ঋতু চাইনে,
আকাশ চাইনে

www.pathagar.com

ফুল, ফুলের বন
কোকিলের স্বর,
বিড়ালের নরম দেহ
প্রশংসা পূজারী বন্ধু, প্রিয় এবং প্রিয়তমা,
আমি চাই–

নদীতে হাঙ্গর এবং প্লাবণ
মাটিতে খন্দক, বদর, তাবুক কিংবা কারবালা
ধূলিতে রক্তের হালুয়া
আকাশে মেঘদূত এবং
ঝঞ্ঝামুখী এক দুর্ধর্ষ কালবৈশাখ।

একটা কালজয়ী যুদ্ধবাজ বৈশাখ চাই
যার নতুন দুর্বার পদচারণায় বয়ে যাবে এক
দিগন্তদুধারী পথ
কোন এক ঝড়ো রাতে আমি হেঁটে চলবো
এবং গভীর বিশ্বাসে পৌঁছে যাবো
কালো কফিনে ঢাকা বন্ধুর সিঁথেন ছুঁয়ে
বিজয়ের তাঁবুতে।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের জরিন জায়নামাজ

আমার চারপাশে দেয়াল। সুউচ্চ প্রাচীর।
সূর্যালো আসার মতো এতটুকু জায়গা নেই
খালি, ফোঁকড়, ফাঁসা। কতদিন দেখিনি
তরঙ্গিত আলোর মুখ। দেয়ালের চার পাশে
সতর্ক প্রহরী। লোলুপ দৃষ্টি, যাদের জিহবায় ঝরে
নেড়ি কুকুরের মতো লালসার রস। অপেক্ষায়
তারা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো। স্বজনহারা
বন্ধুহারা পড়ে আছি দেয়ালের ভেতর।

পৃথিবীতে কখনো কোন সূর্য্য উঠেছিলো কিনা,
অজানা অচেনাই রয়ে গেল অতলান্ত সাগরের মতো
অভ্রভেদি পাহাড়ের মতো।
আমিতো অপেক্ষায়
আছি, মেহদী আগমনের আগে শুনতে
আবো আরেক প্রলয়ংকরী সিংগার ফুঁক। কখন
শুনতে পাবো পৃথিবীর সুউচ্চ মিনার থেকে
জীবন প্রবাহ বিলালী আজান?
সে আজান হিন্দুকুশ থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারাটা পৃথিবী
তার সবগুলো প্রাচীর ভেদ করে আমার
কানে পৌঁছুবে ভাঙ্গনের লোলিত সুর।
আমিও তখন, ঠিক তখনই সটান নুইয়ে দেব
আমাকে
বিশ্বাসের প্রশস্ত জরিন জায়নামাজে।

www.pathagar.com

লাশ

মাংসহীন শরীর দেখে আঁৎকে ওঠে খোদার আরশ
অভিশাপ ছিটিয়ে
ওই যায় ক্ষুধার্তের অগণিত লাশ,
সুকঠিন মাটির মুখে বেদনার ছাপ, ব্যর্থতার শরম
অথচ, শকুনেরা খোঁজে লাশের ভেতর মউজের লাস।

পৃথিবীতো জনাকীর্ণ নয়, ধু-ধু মাঠ, মানুষের সাড়া নেই
মুমূর্ষ সময় কূলে দাঁড়িয়ে আছি পাথর, আরুদ্ধশ্বাসে—
'হায়, মানুষের আসনে এ কার শংকিতমুখ ভাসে
এ কোন্ শয়তান বিজয়ের গান গায় হিংস্র বিশ্বাসে ?'

শয়তান নির্মূল হোক
ধ্বসে যাক রাজ্যপাট—শোষণের ঘৃণ্য ইতিহাস,
ওই যায় ওই যায়
অভিশাপ ছিটিয়ে ওই যায় ক্ষুধার্তের অগণিত লাশ।

www.pathagar.com

আশ্চর্য্য এক স্বপ্নের মতন

মনে হয়
মানুষের জীবন আশ্চর্য্য এক স্বপ্নের মতন
মনে হয়
ধূমল নয়, যেন সে বেদনার বরফ,
গলে গলে নদী হয় চোখে, চোখের বহতায়
তারপর ভেসে যায়
অনংগ-অতলে
সময়ের খোলামেলা
খামে,
উড়ন্ত পাখীর মত উদগ্র
মনে হয় ভাটার দাপট কলকণ্ঠ জোয়ার
মনে হয়
আশ্চর্য্য এক স্বপ্নের মতন
মানুষের জীবন।

www.pathagar.com

ঝড়

প্রলম্বিত ঝড়ই জীবনের সুন্দর মানে হতেপারে
ঝড়ই পূর্ণাংগ জীবনের শান্তির প্রতীক

পৃথিবীর সবগুলো মানচিত্রই এখন শীর্ণনদী
সে সব নদী এখন প্রতিদিনের তাতানো রণক্ষেত্র
আর মানুষেরা জীবনের চেয়ে যুদ্ধের প্রতি
বড় বেশী লোভাতুর

ঝড় এবং মানচিত্র
জীবন এবং যুদ্ধ
না, ভিন্ন কোন অর্থ নেই বিশ্ব অভিধানে
শতাব্দীর ইতিহাসে

ঝড় মানে যদিও কাল বৈশাখী
লন্ড-ভন্ড
ভাংচুর
ধ্বংস এবং ধ্বংস
তবুও এখন ঝড়ই জীবনের সুন্দর উপমা

আর তাই ঝড় আসুক
বার বার
ঝড় আসুক,
পৃথিবীর আগামী বংশধরদের জন্যেও
কল্যাণময়ী ক্ষুধিত এই ঝড়

www.pathagar.com

এইরাত—দীর্ঘরাত

এই রাত দীর্ঘ রাত
কালো আঁধারের সুদীর্ঘ রাত
নক্ষত্র বিলাসী আমি
অথচ, নক্ষত্রহীন আকাশ দেখেই কেটে গেছে
ত্রিশটি বসন্ত

এই সময় বড় বেশী মরুময়
এই ঘর, পথ, জনপদ
বড় বেশী নির্জন
প্রেম বিলাসী আমি
অথচ, ধূসর বালুভূমে হেঁটেই চলেছি
প্রেম হীন, একাকী

এই মানুষ, কামনার মানুষ
বড় বেশী চতুর বড় বেশী হিসেবী
অথচ, কেমন বেহিসেবীর মতো
তাদেরকে ভালোবেসে
দুঃখের নামতাই বৃদ্ধি করেছি কেবল
জীবনের ধারাপাতে

এই সময় বড় বেশী মরুময়
এই জীবন বড় বেশী শোকাতুর
এবং এই রাত-কামনার রাত
আহা, কত দীর্ঘ
কালো আঁধারের সুদীর্ঘ রাত

www.pathagar.com

নিমক

পরবাসে
কি ভাবে কেটে যায় দিন জানোনা তুমি :
আকুলতায় ভাবি-তুমি আছ পাশে আমার

'সাগর সাগর'- বলে ডাক দিই স্বপ্নের মাঝে
তুলে রাখি স্মৃতিগুলো থরে থরে
কাজের বিবরণে
ব্যাকরণে
শব্দ খুঁজি তোমার উপমায়, তোমার নামের
অথচ দূরে আছ, ভুলে আছ তুমি
কত সহজ আভাসে
আর আমি অবোধ তোমাকে খুঁজেই হয়রান
অনার্থক অকারণে।

এইতো এখন
শস্য দানা ফুলের কুঁড়ি বিমর্ষ বিষাদ
বিস্বাদ খাদ্য খাবার বস্তু পানেয়
শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত কেবলই দুঃসহ
তুমিতো জানোনা
জানতেও চাওনি-কিভাবে ঝরে যায়
বাদল বিরহ
তুমি জানো না—
যেমন রাখোনা তুমি বুকের খামে
আমার নাম ধাম খবর কুশল।

থাক তবে আর নয়
মুছে দাও যদি থাকে স্মৃতির বিন্দু তিলক
বলো, তুমি বলো
কি হবে নিয়ে আর অই হাতের তুচ্ছ নিমক ?

www.pathagar.com

চোখ

স্রষ্টার দেয়া এ চোখে আমি
অন্ধকারের কালো পর্দা ছিঁড়ে দেখি
শাশ্বত সত্য, ভাসমান মেঘ, দুর্ধর্ষ ঝড়
এবং দুর্বার বন্যা।
আমার চোখে ভেসে ওঠে
নীলনদ আড়ষ্ঠ হয়ে ফেরাউনের পরাজয়
বালু এবং পাথরের উঁচু নীচু পথ মাড়ানো
সংগ্রামী কাফেলা।
অন্ধকার ঘনিভূত হলেই
চোখ আমার প্রজ্বল হয়ে ওঠে বাঘের মত
'হামযার' টগবগে রক্তে 'নাইট্রিক এসিড' মিশিয়ে
জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে হাবিয়া দোযখের মত।
যে রশ্মিতে ঝলসে যায় অবাঞ্ছিত কালো মুখ,
পাপিষ্ঠ কোটিমুখ।

www.pathagar.com

দীর্ঘ হোক প্রভাত

গভীর গভীরে থাক প্রেমালাপন
ভাসা ভাসা সুখ নয় ; মিনতি এখন
শাদুল অন্তর হোক আমুল প্রসাধন
এমনই উপমা হোক কবির লেখন।

অনাহুত কাকের ডাক অদুল দু'চর
অশনির ডাহুক ডাকে হৃদয় প্রান্তর
চাক্ষুষ দ্রষ্টা আমি, আরুদ্ধস্বর
প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে আছি আঁধিয়ার তেপান্তর।

প্রভাত দীর্ঘ হোক অবসানে নিশির এখন
ঘেসেড়া আত্মা পেয়ে যাক সুস্থির আস্বাদন
গভীর গভীরে থাক প্রেমালাপন
এমনই উপমা হোক কবির লেখন।

www.pathagar.com

ধবল জোছনার প্রার্থনায়

তোমার শুভ্রতার বিতানে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে বিদায় করি
অগণিত প্রতিক্ষার বসন্ত
ছুঁতে পারিনে তবু তোমাকে ; কী যেন এক বেদনার অনন্ত
দাবা দহে পুড়ে পুড়ে খাক হই। ভস্ম করি,
ভস্ম হয় তাপদগ্ধ শুষ্ক মড়মড়ে বঞ্চিত অন্তর

তোমার ভালোবাসায় আমি দারুণ পিপাসা কাতর
সারাটা হৃদয় জুড়ে বিরহের দগদগে ক্ষত
মেঘ জমে বিন্দু বিন্দু চোখের পাটাতনে, ইলশেগুঁড়ির মত
নেচে নেচে খেলা করে তরতাজা অশ্রু কাজল

'করুণার কবজ' হাতে তুমি বসে আছ কত দূরে ?
জমাট আঁধিয়ার সংঘাত নিয়ে এক প্রেমিক পাগল
দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো 'সোনালী হরফের' সুরে—
তুমি কত দূরে, আর কত দূরে ?

প্রতিক্ষায় প্রহর কাটে, পিপাসায় কাঁকিয়ে ওঠে বিরহী মন
শুধু তোমাকে পেতে চাই—
শুধু তোমারই ভালোবাসা চাই—
আঁধার নির্বাসনে ধবল জোছনা চাই—কামনা প্রতিক্ষণ।

www.pathagar.com

এই তো আমি

এই তো আমি—
সবুজ উপস্থিতির আসনে বসেও
ধরতে পারিনি তোমার চিবুক।
আর কত ঋজু হতে বলো!
আর কতটা নত হলে ছুঁতে পারি
লাস্য ঝিনুক!

এই তো আমি—
হৃদয় শার্টের বোতাম খুলে
দাঁড়িয়ে আছি।
দ্যাখ দ্যাখ বেদনার পায়রা
কি ভাবে খুঁটে খায় বিষাদ হীরক!

এই তো আমি—
শব্দের জঙ্গী বিমানে তোমার মুখোমুখি।
সৈনিক কবিতারা মুহ্য এখন,
কি করে বিজয়ী হব জীবন মহড়ায়!

এই তো আমি—
এই তো তুমি—
অথচ মাঝখানে যোজন ব্যবধান।
রয়ে রয়ে গর্জে ওঠে
বিরহ বারুদের ধূম্র শিখা।

জানি—আমি জানি
সৈনিক জীবনের সবচে' কলংক
চোখের পানি
তবু কেন ঝরে যায়
তবু কেন বয়ে যায়
বিদায় মৌসুমে বহমান তুষার নদী।

www.pathagar.com

সংঘাত

পৃথিবীর বুকে আগুনের হাত
মানবতায় বোমার বিস্ফোরন
জাতীয়তার গোয়ালে বাস করে ভন্ড
দিকে দিকে তাই দেখা দেয় সংঘাত।

www.pathagar.com

চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর

কবে একদিন এইখানে এই লেকের ধারে
একটি নক্ষত্র দেখে ভুল করে বলেছিলাম
পূর্ণিমার চাঁদ
ফিরে আসা প্রতিধ্বনিতে মিশ্রিত ছিল এক
উদগ্র শাসানী, বিরাগ বাড়ীর মতো আজ শুধু
থির থিরে ভেসে ওঠে মোহন দর্শনে।

আর কোন দিন ডাকবোনা এই লেকের ধারে,
কোনখানে সোমত্ত চাঁদ
ভাববোনা—এইখানে ছিল একদিন উন্মনা হৃদয়,
কাজল চোখ থেকে ঝরে পড়া পশলা বৃষ্টিতে
ভিজে ভিজে খেলেছিল হলুদ উল্লাসে দু'টি গাঙচিল।

আমিও ভুলে যাবো উড়ন্ত পাখির মতো দুর্বল কান্না
বেদনার ভাষা
হৃদয় গহীনে আর দেবোনা ঠাঁই তৃষার ঢেউ
সারা রাত ডেকে ডেকে জলজ ডাহুক
ফিরে যাক অবশেষে ছিটাতে ছিটাতে দোষণীয় ঘৃণা।

আমি তবু খুঁজে খুঁজে নিঝুম অরণ্য নিবাস
কিংবা ছায়াপড়া ঋজুপথে এলিয়ে দু'টি পা
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে র'বো অলক্ষ্যে প্রান্তর
নীঃসিম আকাশ, ঝর্ণার জলে ভেজা খুব কাছাকাছি,
খুব মাখা মাখি দু'টি শালিকের পানে।

www.pathagar.com

ইদানিং আমি

ধাতব চোখ থেকে বেরিয়ে আসা
কী এক ভয়াল দৃষ্টির ভেতর
কেবলই তলিয়ে যাচ্ছি
হালকা জলের শরীরে যেমন তলিয়ে যায়
সৈনিকের মত দৃঢ় কঠিন ভারী পাথর।
একজন নভচারীর গ্রহানুপুঞ্জে ঢোকার মত ব্যাকুলতা
নাবিকের কম্পাসের মতো সুঠাম বোধ
বাষ্পায়ীত হাওয়ায় ক্রমশঃই ম্রিয়মান
ক্রমাগত ম্লানতর ক্রেন এরিয়েলের মতো।
পরাজীত সৈনিক পায়ের
নৈশবিদক উত্থান পতনের মতো
ইদানিং আমি—
খরস্রোতা জীবনের তলহীন চোরাবালিতে
হারিয়ে যাচ্ছি—ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছি
সখ্যতার সন্দীপে মরুচারীর মতো হাঁটছে দুজ'ন
মৃত্তিকার পাঁজর কাঁপিয়ে পাশবিক কেশর দুলিয়ে
আর আমি যেন তাদের সেই ধাতব চোখ থেকে
বেরিয়ে আসা কী এক ভয়াল দৃষ্টির ভেতর
কেবলই তলিয়ে যাচ্ছি
গুলিয়ে যাচ্ছি লবনের মতো
কেউই তুলছে না আমাকে কিংবা
পারছেনা ফিরিয়ে দিতে
সাহস এবং বিশ্বাসের নেকলেস।

www.pathagar.com

নির্বাসন চাই

মানবতার সব ক'টি দরজা ঘুরেছি আমি
সবখানেই পাহারায় রত
ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো ভয়াল হায়ান
ওদের লালসার রসে সিক্ত আমার শব্দ
আমার সমস্ত
এবং আমি
মুক্তি পেতে চাই, প্রভু
আমাকে মুক্তি দাও
প্রবেশ নিষিদ্ধ, ঘরে প্রবেশের অধিকার দাও
তা না হলে নির্বাসন দাও আমাকে
নির্বাসন চাই
হারামজাদা লোকালয় থেকে।

www.pathagar.com

দিনগুলো হয়তোবা দুর্বিসহ যাতনার, বিষাদী
কোটরাগত চোখে ভাসে অনিশ্চয়
দুলেওঠা অনাগত
দেখা যায় হাতির দাঁতের মতো ভয়াল সময়
কোন্ ভরসায় বাঁধি বলো বাসা?

হাওয়ার প্রাচীর টপকে চলে সাঁঝের পাখী
প্রতিকৃতা টানে তার খড়কুটোর নীড়ে
পাখিও প্রশমিত করে শ্রান্ত ব্যথা—মনের ক্ষত
জানি, হয়তো সেখানেও রয়েছে ওর ঐশ্বর্য্যের সুখ।

ঘাস পাতা গুল্ম নেইতো আয়ত্বে আমার
বাঁশের মতো ঘুনি খাওয়া পড়ে আছি
অনাহুত অর্বাচীন
আমারতো নেই নীড়, নেই ঘর
উপশমের নরোম কুটির।

সময়তো ধাবমান, অথচ আমিই কেবল
ধরে আছি ঘণকালো রাতের পাঁজর
দেখাতে পারোকি অনুপমা
প্রেমের সেই সইস সাহস?

www.pathagar.com

যুদ্ধে গেলাম

চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম
চলেই গেলাম সংগে নিলাম
হলুদ রঙের অনেক ছবি
ছবির ভেতর দুঃখ খোঁড়া কান্না গাথা শব্দাবলী
চলেই গেলাম সংগে নিলাম মনের খামে
বলতে চেয়েও হয়নি বলা এমন যত কথার মালা

চলে গেলাম যুদ্ধে গেলাম
সময় করে দেখবো ঠিকই স্মরণ রাখা বিষয় আশয়
তিক্ত চোখে ঝরতো কেমন তরল গরল ঘৃণার থুথু
কাছের মানুষ ঝাপসা আহা ! তবু কেমন দূরে ছিলাম

বর্ষা আসুক শরৎ আসুক বলবো না আর কোন কিছুই
'চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম এই কথাটি মনে রেখ
মনে রেখে খবর নিও
কেমন আছি কোথায় আছি, দিব্যি মাথার'

যুদ্ধে গেলাম ভালই হলো থাকনা বুকে অনেক জ্বালা
বলতে চেয়েও হয়নি বলা এমন যত কথার কুসুম
চলেই গেলাম সংগে নিলাম রঙিন খামে
সময় করে দেখবো সেসব রাখবো মনে কথা দিলাম
চলেই গেলাম যুদ্ধে গেলাম
যুদ্ধে গেলাম
যুদ্ধে গেলাম

www.pathagar.com

ভাঙন

কোথাও যেন ভাঙছে কিছু
ভাঙছে আকাশ ভাঙছে পাহাড়
মড়মড়িয়ে ভাঙছে গাছ
ভাঙার খেলা চলছে শুধু
ঝন [illegible]নিয়ে ভাঙে যেমন
হ[illegible]ড় কাঁচের গ্লাস

ঘর ভ[illegible]ন ভাঙছে
ভাঙছে [illegible]ন, আশার ঢিবি
ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে শুধু
মাটির পাত্র, জলের ঘড়া
যেমন ভাঙে পথের পরে
শূণ্য পেটে নারী-পুরুষ
ইট পাথরের মস্ত কাড়ি

ভাঙার খেলা দেখে দেখে
আমার হাতও ভাঙতে চায়
ভাঙতে চায় লোহ কারা
হাতের শেকল পায়ের বেড়ি
ভাঙার নেশায় ঘুম আসেনা—
ঘুম আসেনা ভাঙার নেশায়
মাতাল রাজার সৌখিন চেয়ার
ভণ্ড দেশের উল্টো আইন
অন্ধ ঘরের বন্ধ দুয়ার।

www.pathagar.com

স্বপ্নের রেশমী পালকে

স্বপ্নের রেশমী পালকে ভাসে যে মুখ
চোখ মেলে পাইনা তা হৃদয়ের কাছে
শব্দহীন নূয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত বুক
ভাবি,
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

পাখিরা বোঝে যদি কবিতার অমল ভাষা
ফুলের রেণু থেকে খুঁটে নেয় সুরভী মলয়
সোনালী চাঁদের চিবুক ছোঁয়না উন্মত্ত হেষা
অথচ সেই মুখ রচে যায় উপেক্ষার বলয়
ভুল করে তবু তাকে ধরতে চাই হৃদয়ের জালে
ব্যর্থ হই, ভাবি—
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

রাত্রিরা আসে যায় ক্লান্ত এই শীর্ণ জীবনে
দ্রাঘিমায় পড়ে ছায়া, বাড়ে বিষাদের ঘনত্ব
আশাহত হইনা তখনো
এমনি শতবার—
দু'হাতে ধরতে চাই যে মুখ হৃদয়ের কাছে
ব্যর্থ হই, ভাবি—
এই ব্যথার চেয়ে ঢের ব্যথা আছে।

www.pathagar.com

চিরকাল হিম হ্রদেইতো আমাদের শৈশব
কেটেছে স্বপ্নিল চাদরে বেঁধে এখানে। তবু এখন
একটি নক্ষত্র ছিন্ন হবার মতো আমারই গৌরব

ধুলোয় [illegible]। এ যেন এক শাশ্বত লেখন
লিখেছেন প্রাজ্ঞ পুরুষ কোনো কালে। অমরত্ব খোঁজে
ব্যাপৃত আছি আমি পাথরদেশে তবুও অনুক্ষণ।

ক্লান্তহীন কপোতাক্ষ যদিবা একা, সেও নিঃসঙ্গ
তবু স্রোতের সুরধ্বনি আর যাত্রীরা বোঝে
চিরায়ত ভালো লাগা ঐ নদীটি আমাদেরই অঙ্গ।

অথচ আমি কি পরাজিত এক রুদ্র জোয়ান
সময়ের রূঢ়তায় কোনোদিন পেলাম না বৈভব
এতটুকু প্রমিতি, অমৃত কিংবা সাগর লোবান।

নিজ গৃহে আছি, পরবাসী যেন এখানে আশৈশব।
বেদনার যত গান সবই কেবল আমারই সঙ্গীত,
এখানকার মানুষ, ভাষা আর তাবৎ কলরব—

ও সবই আমার যেন দূরত্বের প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

অথচ আমি কি পরাজিত এক রুদ্র জোয়ান
সময়ের রূঢ়তায় কোনোদিন পেলাম না বৈভব
এতটুকু প্রমিতি, অমৃত কিংবা সাগর লোবান ।

নিজ গৃহে আছি, পরবাসী যেন এখানে আশৈশব।

বেদনার যত গান সবই কেবল আমারই সংগীত,
এখানকার মানুষ, ভাষা আর তাবৎ কলরব–

ও সবই আমার যেন দূরত্বে প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত !